ঐকতান

বৈদ্যুতিন—পত্রিকা

২০২৩

প্রকাশক ঃ জলঙ্গী মহাবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক পরিষদ

মুদ্রলিখনে ঃ রবিউল মণ্ডল

মুদ্রলেখক

জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়

সূচীপত্র

1. সম্পাদকীয়	i-ii
2. দাপ্তরিক সীলমোহর	iii
3. ছিচকাঁদুনে	1
4. বন্ধুত্ব	2
5. The Trunk	3
6. পায়ে পায়ে বিঁধে ক্যাকটাস	4
7. সংবাদমাধ্যম	5
8. স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ শানু	6-7
9. রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবনায় আনন্দবাদ	8-9
10. ভয়	10
11. সে যে আসে সংগোপনে	11
12. অনাদৃতা	12
13. এলোমেলো হাওয়ার ভিতরে	13
14. দর্পণ	14
15. অমোঘ	15
16. বৈষম্য	16
17. Wisdom	17
18. Sketch	18
19. পদ্মা	19-20
20. আমাদের কলেজ	21
21. চাবিকাঠি	22

সম্পাদকীয়

এ পি জে আব্দুল কালামের চিরন্তন বাণী --''স্বপ্ন তা যা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না'' -- সাহিত্যিক তথা সাহিত্যানুরাগিদের প্রধান পাথেয় । আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস ''ঐকতান'' সেই স্বপ্ন-প্রদেশের এক অনামী বাসিন্দা, যে ''ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই''-এর মহানাদর্শে লালিত । রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে প্রস্তুত ''ঐকতান'' বর্তমান কঠোর বাস্তবের (যার নির্যাস Dickens-এর "Hard Times"-এর নির্যাসের রূপান্তর বলা যেতে পারে) প্রেক্ষিতে এক প্রতীকী প্রতিবাদ । ''ঐকতান'' বিশ্বাস করে মানবতার তথাকথিত মহান ভাবনায় যা বিবিধ সম্প্রদায়-নির্মিত এই ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগরতীরে' পর্যবসিত করেছে । হৃদয়ের দ্বার খোলা রেখে শান্তির সৌকর্যময় সহাবস্থানের নির্মল পুলকে সকলের অন্তরাত্মা উদ্ভাসিত হোক, এই স্বপ্নই আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে । আরেকটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনও ''ঐকতান'' প্রকাশের পশ্চাতে বিদ্যমান । পদ্মার পবিত্র পললরেখা এই অঞ্চলের তথা আমাদের মহাবিদ্যালয়ের কিশলয় মনগুলির সাহিত্যাবেগ কতটা স্পর্শ করতে পেরেছে, তার পরীক্ষণ তথা নিরীক্ষণও ঘটবে ''ঐকতান''-এর মাধ্যমে ।

উল্লেখ্য, পত্রিকার দোভাষী রূপটি বিশেষ লক্ষে স্থিরীকৃত । দ্বিভাষিকতার উপকরণে ইংরেজির উপস্থিতি শুধু ''ঐকতান''-কে বৈচিত্র্যমন্ডিত করবে না, বরং শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার প্রতি ভীতিশুষ্কতার ক্ষণিক নিরসন ঘটাতে সহায়ক হবে । উপরন্তু, বৈদ্যুতিন-পত্রিকা (e-magazine) হিসেবে জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়-বহির্ভূত পাঠকবর্গের সাহিত্যানুরাগ আকর্ষণ করাও এর উদ্দেশ্য । আমরা জলঙ্গী মহাবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক পরিষদের সদস্যরা চেষ্টা করেছি, পত্রিকার গুণগত মান তথা উৎকর্ষ নিশ্চিত করার । কতটা সফলতা পেয়েছি, তা ইঙ্গিত করবে ভবিতব্য । শুধু এটুকুই নিশ্চিত করা যায় যে, আমাদের আন্তরিক সাহিত্য-ভাবাবেগের ন্যূনতম ঘাটতি কোথাও ছিল না । সকলের ভাবী মতামত এবং যুক্তিনিরপেক্ষ ভাবনাস্নিগ্ধ প্রস্তাবনার অপেক্ষায় রইলাম । সকলের

সহযোগিতায় আগামী দিনে আমাদের পত্রিকা আরও প্রাণময়তায় প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশা রাখি ।

পরিশেষে, জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়-পরিবারের সমস্ত সদস্য-সদস্যাকে ঐকান্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যাদের পরিশ্রম এবং মূল্যবান মতামত ব্যতীত ''ঐকতান''-এর যাত্রা অসম্পূর্ণ থাকতো ।

তাং- ১৬.০৫.২০২৩

সম্পাদক

সোমনাথ কারুই

দাপ্তরিক সীলমোহর

আমরা গর্বিত যে, কবিগুরুর ১৬২তম জন্মবার্ষিকীর শুভক্ষণে ''ঐকতান'' প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি । সকলের প্রয়োজনীয় সম্মতি এবং আগ্রহী সহযোগিতার বাতাবরণ এই বৈদ্যুতিন-পত্রিকা (e-magazine) প্রকাশকে অনেক সুখকর ও সুগম করেছে সন্দেহ নেই । আমরা যূথবদ্ধ অঙ্গীকারে প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, পত্রিকা প্রকাশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ধারক ও বাহক । এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা আজ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের ''ঐকতান'' প্রকাশ করলাম ।

Somnath Barui 16/05/23
আহ্বায়ক
সাংস্কৃতিক পরিষদ

JALANGI MAHAVIDYALAYA
Estd.-2010
JALANGI, MURSHIDABAD

Ghosh 16/5/2023
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়
I/C.
Jalangi Mahavidyalaya

ছিচকাঁদুনে

আজ বিজয়া দশমী । একটু পরে পাড়ার প্যান্ডেলে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজতে শুরু করবে । আর বাড়িতে রিমি কাঁদতে শুরু করবে । প্রতিবারই এমন হয় । দশমীতে পরার জন্য কত সুন্দর সুন্দর জামা হয় রিমির । প্রতিবারই সেগুলো আলমারিতে তোলা থাকে । কী না মেয়ে কিছুতেই ঠাকুরের ভাসান দেখবে না, প্যান্ডেলে যাবে না । দাদু তো বুঝিয়েই সারা, বলেন যে বিসর্জ্জন না হলে পরের বছর ঠাকুর আবার আসবে কী করে ? বোঝানোই সার, রিমি শুধু বলবে - ''ঠাকুর বিসর্জ্জন যাবে, আর তোমরা আনন্দ করো, সিঁদুর খেলো কী করে গো?'' দিয়েই ভ্যা করে কেঁদে ফেলবে ।

এরপর আসবে নোটন দা, রিমির পাড়ার দাদা । প্রথমেই ব্যাপার শুনে একটা গা জ্বালানো হাসি হাসবে, তারপারই 'ছিচকাঁদুনে' বলে পালিয়ে যাবে । রিমি এই দাদাটাকে একটুও পছন্দ করেনা, শুধু দেখা হলেই 'ছিচকাঁদুনে' বলে পালায় । আর এই 'ছিচকাঁদুনে' শুনে রিমির কান্নার বেগ দ্বিগুণ, তিনগুণ হয়ে যাবে । বাড়িশুদ্ধ লোকের হিমসিম অবস্থা ওইটুকু মেয়েকে নিয়ে ।

তো, সেই রিমি এইবার ঠিক করেছে প্যান্ডেলে যাবে । দেখিয়ে দেবে নোটনদাকে সে আর বাড়িতে বসে কাঁদে না । অবশ্য প্যান্ডেলে এসে মন্দ লাগছে না তার । বন্ধুদের সঙ্গে কত আনন্দ হল । নোটনদা তাকে দেখে অবাক হয়েছে দেখেই সে নোটনদাকে ভেংচি কাটল, আর ছিচকাঁদুনে বলবে না ।

গঙ্গার ধারে সন্ধ্যেবেলা বাবার হাত ধরে পাড়ার সবার সঙ্গে ভাসান দেখতে গেল রিমি । দেখল কিভাবে সবাই মিলে পুরো ঠাকুরটা তুলে আস্তে আস্তে ঘাটে নিয়ে নামিয়ে ডুবিয়ে দিল । পাড়ার সব বড়রা ছিল । নোটনদাও ছিল । ফিরে সবাই উঠে আসছে তখন রমেশ কাকু বলে উঠল - ''অ্যাই, নোটন আটকে গেছে জলে, তুলতে হবে ।'' সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ল । কিছুক্ষণ পর তুলে আনল নোটনদাকে । পুরো ভিজে, মুখটা ফ্যাকাশে, চোখ বোজা, চুল লেপটে আছে কপালে, কোনও সাড়া নেই । রিমি বাবার হাত আঁকড়ে সব দেখছিল । ওর মনে হচ্ছিল ওর গলার কাছে কিছু একটা যেন দলা পাকিয়ে আটকে আসছে। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে । কিছুক্ষন পর নোটনদাকে ঘিরে থাকা ভিড় থেকে আওয়াজ এল - '' জ্ঞান এসেছে, জ্ঞ্যন এসেছে বলে । কিছুক্ষন পর নোটনদাকে নিয়ে গেল রিমির সামনে দিয়ে, নোটনদার সঙ্গে ও চোখাচোখি হতেই রিমি চোখের জল মুছে নিল । নোটনদা কি দেখতে পেল চোখের জলটা ? বুঝতে পারল সে কেঁদে ফেলেছিল ? যাঃ, কী হবে এবার ? আবার তো তাকে ছিচকাঁদুনে বলবে । ধুর , ভাল লাগেনা ।.....

Rounak Bhattacharya
Student (6th Semester)

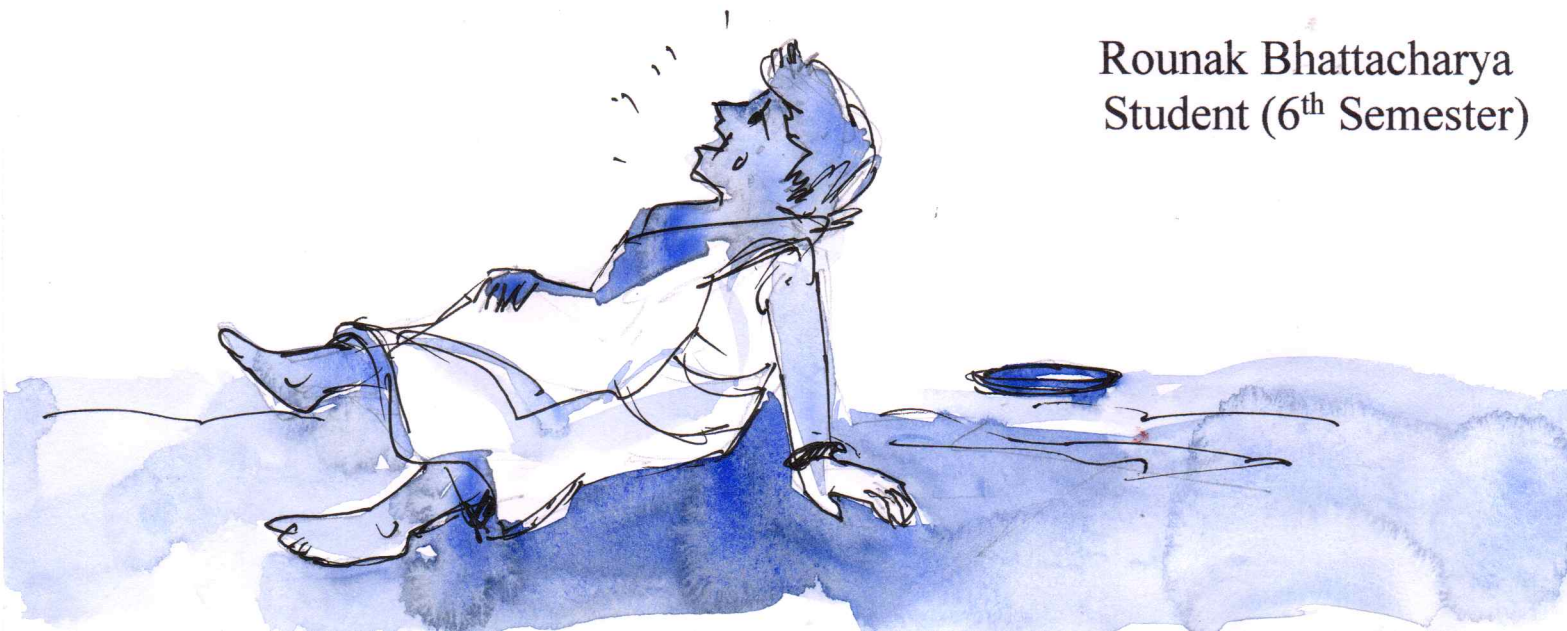

বন্ধুত্ব

বন্ধু মানে ফুল বাগানের অনেকগুলি ফুল,
বন্ধু মানে চাওয়া পাওয়া নয়কো কিছু ভুল।

বন্ধু মানে হাত বাড়ালে হাতে বিকেল নামে,
বন্ধু মানে সোনার পসরা কেনা অল্প দামে ।

বন্ধু মানে কষ্ট হলে যখন নামে বৃষ্টি,
বন্ধু মানে ভাগ করে নেয় সমান সমান হলেও অনাসৃষ্টি ।

বন্ধু মানে আমার ভাতে তোমার নিমন্ত্রন,
বন্ধু মানে এক মুঠো রোদ সুখের আস্বাদন ।

বন্ধু মানে দাঁড়িয়ে থাকা গানের ওপারে,
বিনি সুতোর মালা গাঁথা যখন তুমি এপারে ।

Ayesha Siddika
Student (4th Semester)

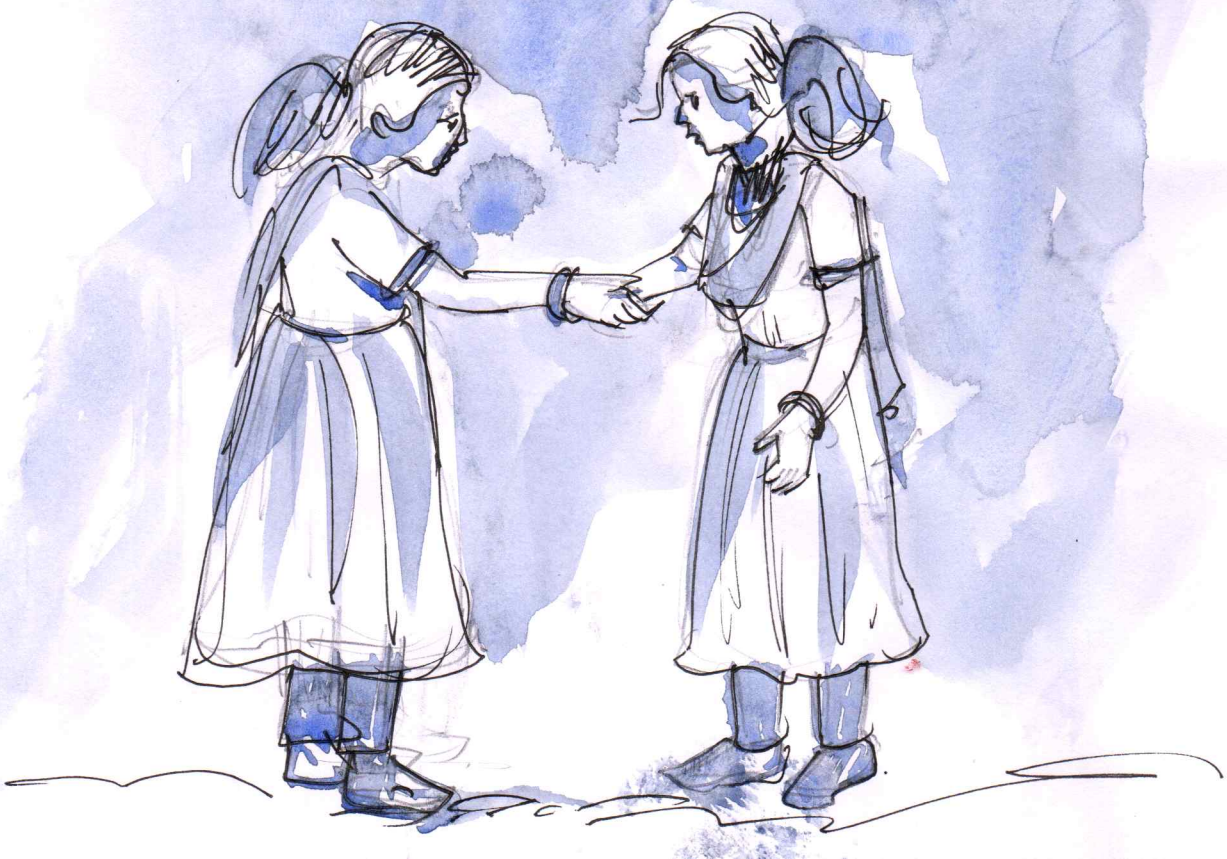

The Trunk

Deep's hands were trembling in anticipation as he proceeded to open the trunk. He had waited long, too long, for his. He would have opened it earlier if this dying mother had not made him promise to refrain from unlocking the trunk, her parting gift to him, till he turned eighteen. Sixteen then, Deep could hardly wait for two more years. The encouragement of his friend Samim, a literature enthusiast, worked. Samim had quoted, "Patience is bitter but its fruit is sweet."

Fighting against his impulses, Deep kept patience for two years and on the day he turned eighteen, the two boys rushed to the attic and hastily unlocked the trunk. The rusty lock had offered some resistance but Deep, in his quest for the Holy Grail, could not be deterred by such minor hindrances.

But when he opened the trunk, all Deep saw was the blackness inside, the void out of which nothing emerged. For a few moments, the two friends were struck speechless. Then Samim clapped his hands and exclaimed – "Huh! Araby! What a lesson from aunty, my friend! You are truly lucky…"

Deep gave Samim the same blank look he had received from the empty interior of the trunk.

Shameek Ghosh
T.I.C

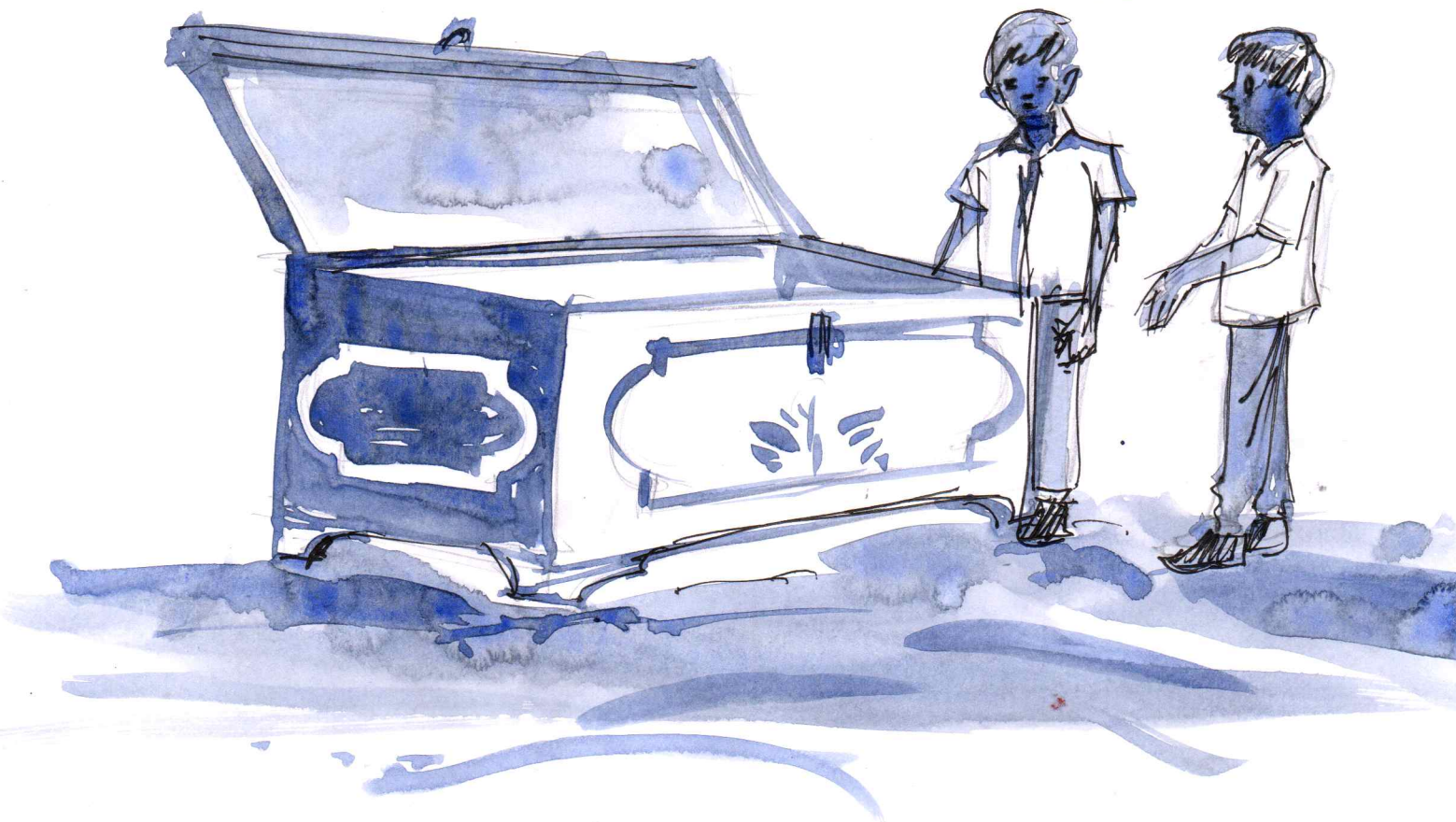

''পায়ে পায়ে বিঁধে ক্যাকটাস''

সময় চলেছে হেঁটে --
আমরাও চলেছি পিছু চার পায়ে পায়ে;
কিন্তু এ পথের শেষ কোথায়?
সে সব প্রশ্ন আমরা নিই না মেখে গায়ে।

বরং স্বপ্নের গলা টিপে ধরে
সময়ের জুতোয় পা গলিয়ে চলি;
বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই,
তবু বেঁচে থাকার অনেক গল্প বলি।

আমি কি 'আমি' হতে পারি?
এখানে পলিটিক্সের পেরেক পোঁতা।
ধূসর চোখে ভাসে শুধু
শার্সিতে বেঁধা ফড়িং এর স্বাধীনতা।

এইটুকু নিয়ে কী হবে!
এতটুকু নিয়েই কি বেঁচে থাকা যাবে?
জীবনের মূল্য আছে কিছু,
সেটুকুই আগামী প্রজন্মকে তুলে দিতে হবে।

তাই জীবনের পথ ধরে হাঁটি
ঘেঁটে ঘেঁটে শান্তিকামী মানুষের লাশ;
স্নিগ্ধতা পিছু সরে যায় --
আমদের পায়ে পায়ে বিঁধে ক্যাকটাস।

Robiul Alam
Teacher (English Department)

সংবাদমাধ্যম

সংবাদমাধ্যম! সংবাদমাধ্যম!
চেতনাকে বিকিয়ে
দায়িত্ব চুকিয়ে
হয়ে গেছি পরগাছা ছড়াতে বিভ্রম।

সংবাদমাধ্যম! সংবাদমাধ্যম!
কারও বা নুন খেয়ে
কারও বা গুণ গেয়ে
বিলাসিতা কিনে নিতে হারিয়েছি সম্ভ্রম।

সংবাদমাধ্যম! সংবাদমাধ্যম!
যুগ গেছে পাল্টে
আমি গেছি উল্টে
উল্টানো সুখ নিয়ে চাল দিই মোক্ষম।

Seema Khatun
Student (4th Semester)

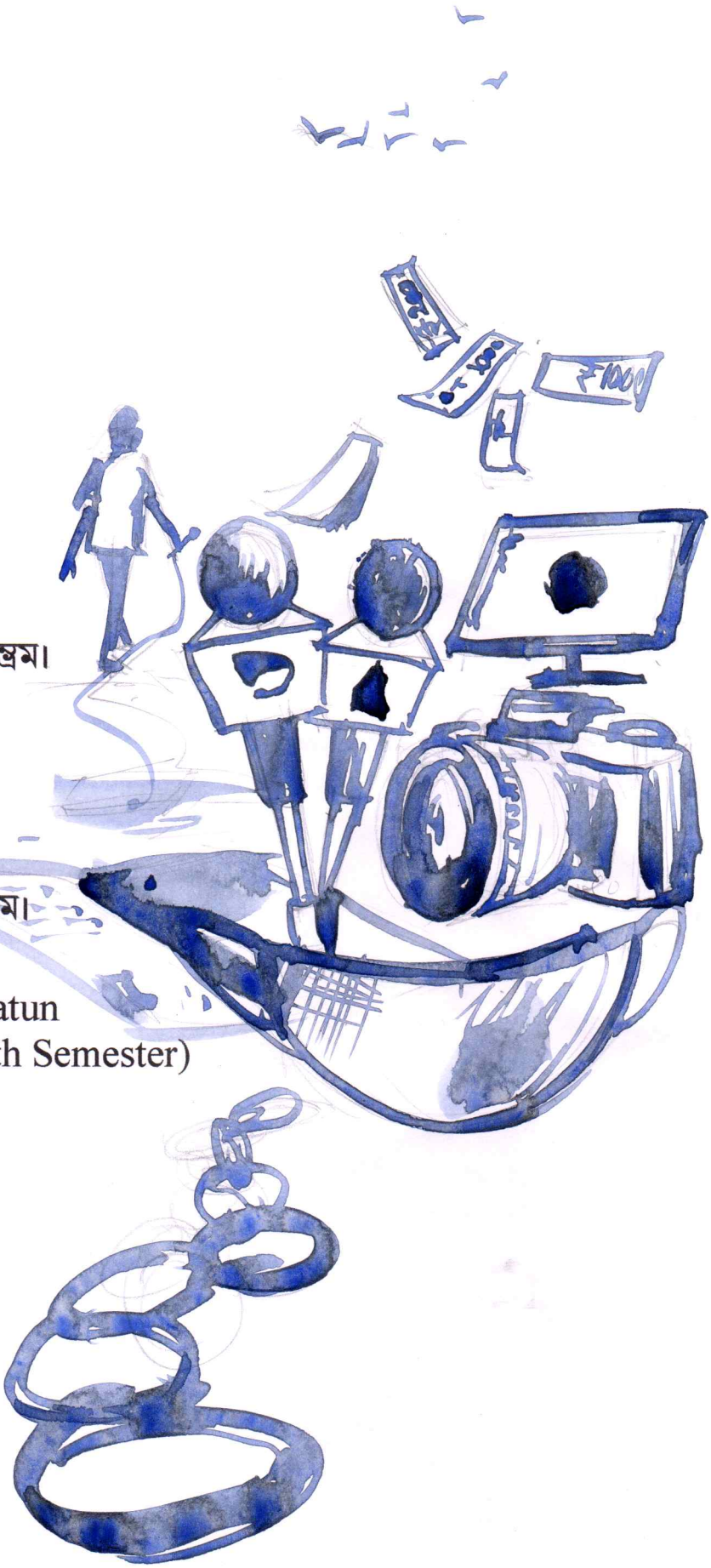

স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ শানু

ছেলেটির নাম সায়ন, সায়ন পাল । তবে তার মা বাবা তাকে আদর করে 'শানু' বলে ডাকে । সে তার গ্রামের এক সাধারন স্কুলে পড়াশোনা করে । পড়াশোনায় খুব ভালো না হলেও ভালো বলা চলে । খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে তার পড়াশোনা চালাতে হয় । অভাব, অনটন, দুঃখ-কষ্ট, অর্থসংকট এই সব কিছুই যেন তাদের জীবনের একটা অঙ্গ । তার বাবা ভ্যানরিক্সা চালিয়ে দিনে ৫০ টাকা রোজগার করেন । আর মা পাশের বাড়িতে ঠিকে ঝি এর কাজ করেন মাসে মাত্র ২০০ টাকার বিনিময়ে । এতে কি সংসার চলে ? চলে না ।

শানুর বাবা মা দুজনেই নিরক্ষর ছিল । তাই তাদের ইচ্ছে তাদের একমাত্র ছেলে শানুকে ভালোভাবে পড়াশোনা করিয়ে একজন শিক্ষক তৈরি করবেন । আর এই স্বপ্নটাকে ছোটোবেলা থেকেই শানুর মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে । সেই স্বপ্ন নিয়েই পড়াশোনা করে চলেছে শানু । বাবা-মা দুটো মাস্টার রেখেছেন শানুর জন্য । শানু তার বাবা-মার কষ্টটা বোঝে তাই সে তার মা-বাবার কথায় অবাধ্য হয়না । মাস্টারমশাইও শানুকে খুব ভালোবাসেন তার নম্র-ভদ্র স্বভাবের জন্য ।

সে এখন 'একাদশ' শ্রেনির ছাত্র । সে মনে মনে ভাবে যদি সে কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে সে তার উপার্জন দিয়ে একটি সংস্থা গঠন করবে এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অর্থের অভাবের কারনে পড়াশোনা চালাতে পারেনা, তাদের যতটা পারবে সাহায্য করবে । তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যতটুকু সামর্থ তাই দিয়েই সে তার মত করে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবে । তার এই সব কথা মাঝে মাঝে সে তার মা-কে বলে । আর মা-ও ছেলের এই উদার মনোভাবের জন্য গর্ববোধ করেন । ছেলের মাথায় দু-হাত রেখে বলেন--- 'আশীর্বাদ করি অনেক বড় হ ..... মানুষের মতো মানুষ হ ..... ।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে যায় 'একাদশ' ও 'দ্বাদশ' শ্রেণীর গন্ডী । পরীক্ষা শেষে সে বাবার কাজে সাহায্য করে । আর বলে, ''বাবা পড়াশোনা করার জন্য অনেক টাকার জোগাড় করতে হবে, অনেক পরিশ্রম ও করতে হবে''। বাবা হেসে বলেন ওরে পাগল কোথাকার, তোর চিন্তা কিসের ? আমার শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত আমি চেষ্টা করবো । তোকে তো অনেক বড় হতে হবে, অনেক বড় । শানু বাবার দিকে তাকিয়ে বলে পারবো বাবা, আমি পারবে তোমার স্বপ্ন পূরন করতে ।

কিন্তু মাঝে মাঝে শানুর খুব ভয় হয়, তার এই স্বপ্নটা যদি কখনও চোরাবালিতে হারিয়ে যায়! ওদের মতো গরীব মানুষের কতটুকুই বা সামর্থ্য, শুধু স্বপ্ন দেখাই ওদের মানায়, কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব । তবু স্বপ্নটাকে সে ভুলে থাকতে পারেনা । তার ঘুমের মধ্যে ও সেই স্বপ্নটা ক্ষীণ হয়ে জ্বলে ওঠে, যা তার ইচ্ছা শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয় ।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো চুরমার হয়ে গেল তার স্বপ্নটা, ভেঙ্গে গেল তার বুকের পাঁজর, কোথায় হারিয়ে গেল তার ইচ্ছাশক্তি । তার মনে হল সে এক দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে । সব শেষ হয়ে গিয়েছে, সব ।

কিন্তু হয়েছে কী ? তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তার বাবা গতকাল একটা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। সেই সঙ্গে তার বাবা মার দেখা সেই স্বপ্নটাও চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে শানুর । তার বাবা হঠাৎ করে মারা যাবার কারনে তার মা মানসিক রোগে ভুগছেন ।

এখন শানুকে তার বাবার ভ্যানরিক্সা চালিয়ে তার সেই অসুস্থ মায়ের সেবা করতে হয় । পরহিত কামনাকারী সেই সহজ সরল মনটা আজ পাষান হয়ে গেছে । কোন দুঃখ কষ্ট তাকে আঘাত দেয় না । পরের দুঃখে আর তার প্রান কাঁদে না । শানুর শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছেটা আজ অস্তগামী সূর্যের মত পরিহাস করে শানুকে । তার কানের কাছে বলে ওঠে শানু তুই ব্যর্থ ..... । তোর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ ।

শানুও তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে একান্ত মনে বলে ওঠে, হ্যাঁ, আমি সত্যিই আমার স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ, আমি ব্যর্থ ..... ।

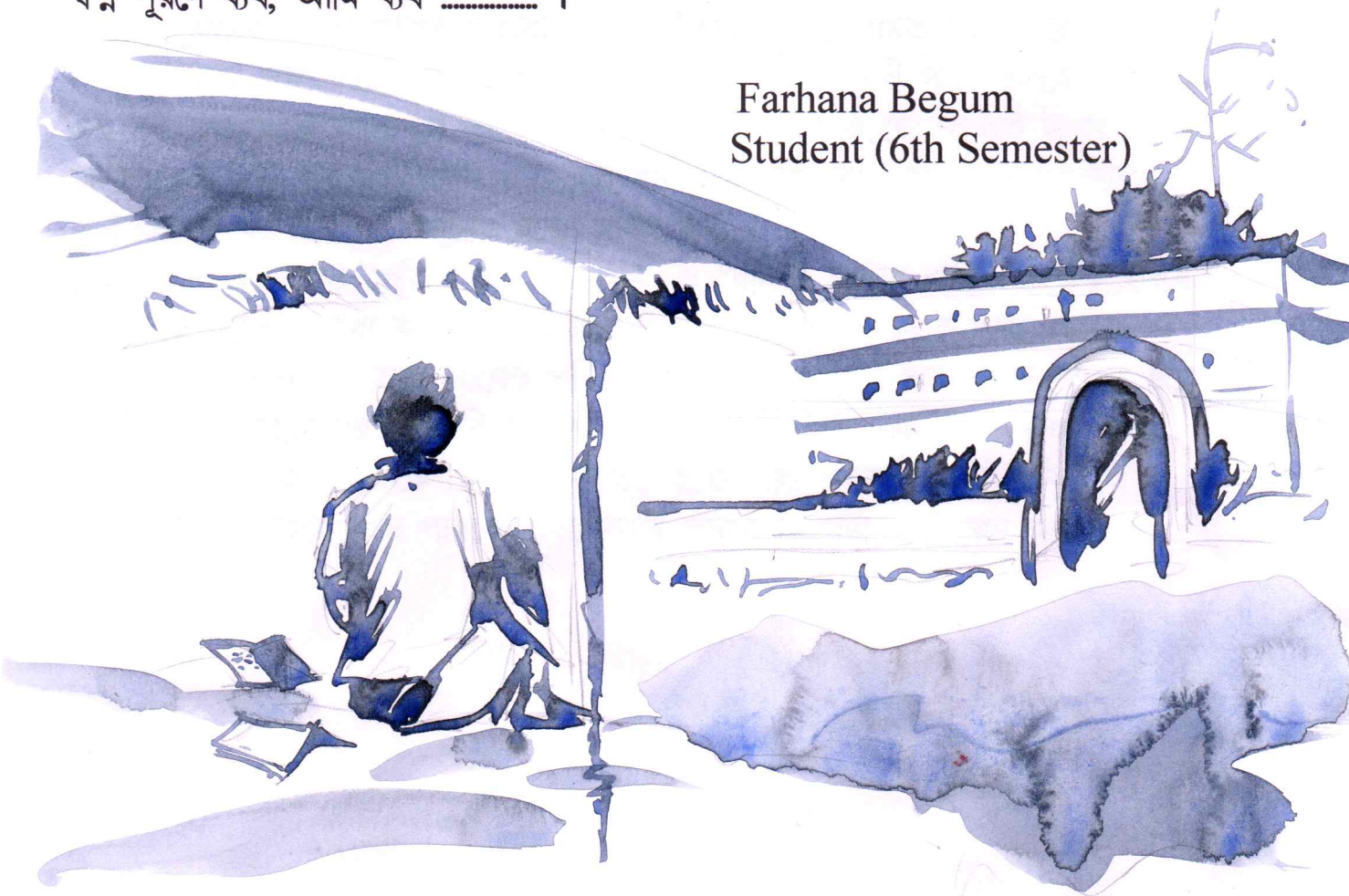

রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবনায় আনন্দবাদ

'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।'

রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্ব হল আনন্দময় ঈশ্বরের লীলা-নিকেতন। এই আনন্দের কথা উপনিষদের পরতে পরতে--

''সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্
ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্''

অর্থাৎ সত্য থেকে ধর্ম থেকে বা কল্যাণ ও মহত্ব থেকে স্খলিত না হওয়ার অনুশাসনই উপনিষদের 'ওঁ' মন্ত্রে। উপনিষদের এই ধ্বনিটিও এক হিসেবে আনন্দধ্বনি।

'আত্মপরিচয়'-এর একটি লেখায় পাই--

''সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে''--

কাব্য সাহিত্য যে শুধু জাগতিক চরিতার্থতা নয়, অনাবিল ও প্রয়োজনাতীত আনন্দদান, তা রবীন্দ্রসৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শান্তিনিকেতনে তাঁর স্বপ্নের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা- সেখানেও তো প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ-কে নিবিড় করে তোলা--

''ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।'' (*আত্মপরিচয়*)

ঔপনিষদিক চেতনায় ঋদ্ধ রবীন্দ্রমননে নাড়া দিয়েছে উপনিষদের এই বাণী--

''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে''

তাঁর সাহিত্যতত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনায় (সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের স্বরূপ, সৌন্দর্যবোধ) পড়েছে তার প্রতিফলন। উপনিষদের ঋষিদের মত রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন স্রষ্টার আনন্দনিকেতন এই সৃষ্টি। স্রষ্টাই সৃষ্টির মধ্যে আনন্দরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। বিশ্বজুড়ে যে আনন্দযজ্ঞের আয়োজন চলছে তাতে নিমন্ত্রনের অধিকার পেতে হলে সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র সুখের সন্ধানী হয়ে দুঃখকে এড়িয়ে চলে আনন্দলাভ করা যায়না। জীবনের না-পাওয়ার যন্ত্রণা, দুঃখ, শোক, অশান্তিকে গ্রহণ করেই আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে হয়। বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার তথা কবি শেক্সপীয়রের নাটকে এবং ইংরেজ রোম্যান্টিক কবি কীটসের 'ওডস্'-গুলোতেও

এই গ্রহণ-ক্ষমতার কথাই উল্লেখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়--''আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এই জন্যই যে দুঃখকে, মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারেনা ... জগতে সে-ই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।''

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনচর্যায় আমরা বারংবার পেয়েছি আনন্দধ্বনির উচ্চারণ। তাঁর 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা', 'সঞ্চয়', 'মানুষের ধর্ম' অথবা কাব্য-নাটক-গানের মধ্যেও সেই ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের কথা এসেছে। 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' বা 'সেঁজুতি'র বিভিন্ন কবিতায় জগতের আনন্দযজ্ঞে কবির অংশগ্রহণের আনন্দ প্রতিফলিত--

''যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।'' (*নৈবেদ্য*)

বলা যেতে পারে, বিশ্বের প্রকাশ-অন্বেষণ অথবা আনন্দবাদী দৃষ্টিকোণে রূপ-অরূপ, সীমা-অসীমের অন্তহীন দ্বৈতলীলাই রবীন্দ্রদর্শন তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিত্তিভূমী রচনা করেছে।

Dipanwita Roy
Teacher (Bengali Department)

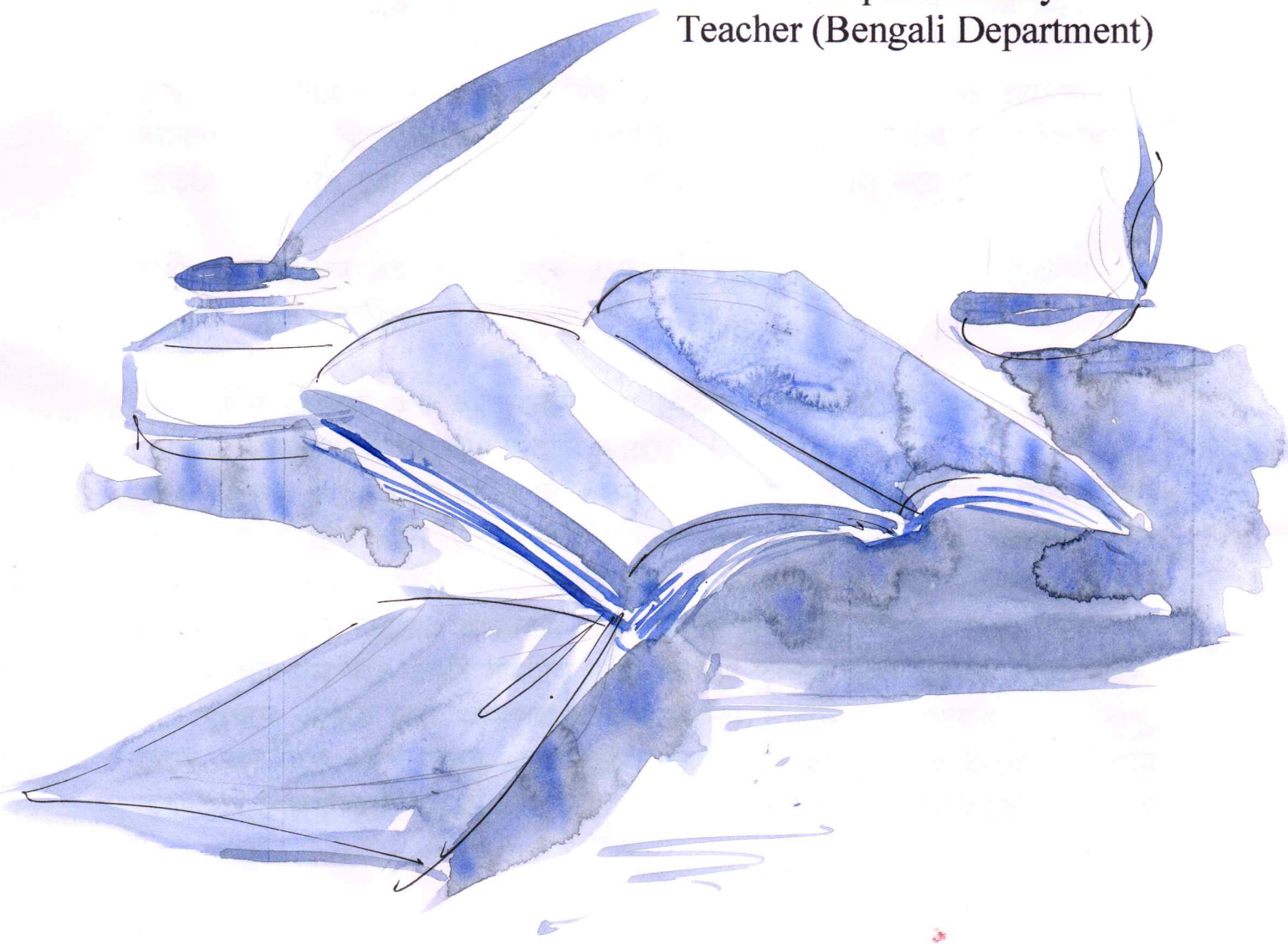

ভয়

আমরা পা টিপে টিপে হাঁটি ভয়ে ভয়ে,
দুর্বলতা নেমে আসে ভয়ের রশি বেয়ে ।

'কী জানি কী হয়'-- এমনি এক বোধে
আমরা নিমজ্জিত, ব্যর্থ অনর্থক রোধে ।

এ ভাবেই ভয় আমাদের গিলে খায়,
আমরাও ভয়ের একনিষ্ঠ দাস হয়ে যাই ।

দাস হ'লে তখন তো আমরা মুক্ত নই,
তখন মুক্ত চিন্তার ধারক কী ক'রে হই!

তখন নিজের ভিতরে সুড়ঙ্গ কেটে হাঁটি,
জীবনের বারো আনাই ক'রে ফেলি মাটি ।

Shibani Pramanik
Student (4th Semester)

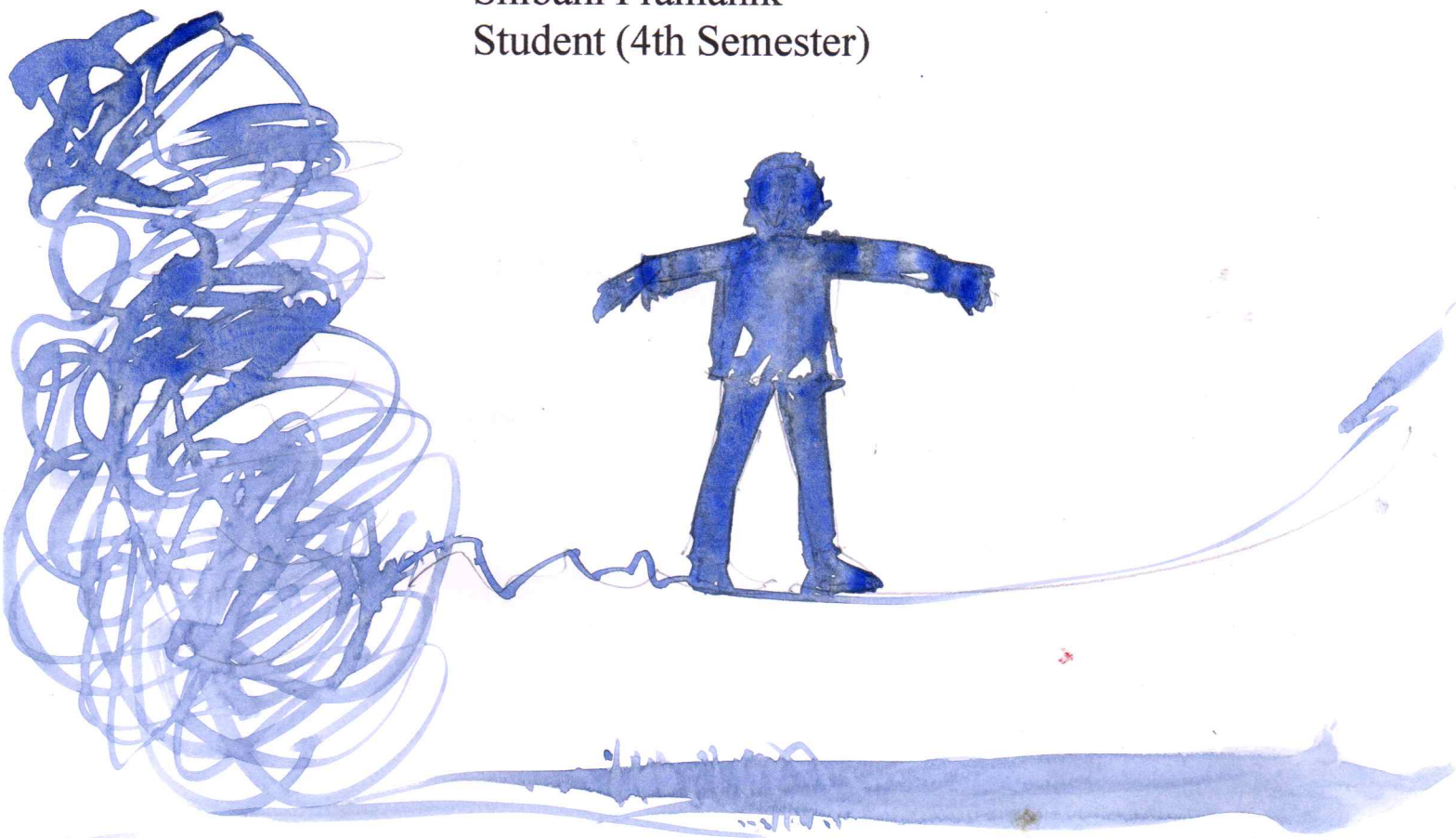

সে যে আসে সংগোপনে

যখন অজান্তেই বর্ষার বিদ্রোহ নামে
মেঘের দর বেড়ে ওঠে রৌদ্রের দামে,
হঠাৎই মনে হয় কেউ জেগে রয়
কাজলের রেখায় তা পরিস্ফুট হয় ।

Richa Bhowmik
Student (6th Semester)

অনাদৃতা

জন্ম নিলে খোকা, খুশি সবাই ভারি
খুকি হ'লে কেন তবে মুখখানা হয় হাঁড়ি ?
বোকা মোদের খুকি বড্ড, এক্কেবারে বোকা
কেন সবার প্রত্যাশাকে দেয় এভাবে ধোঁকা ?
খোকা চাঁদের আলো, খোকা যে মন-প্রাণ
খুকির চাইতে খোকার প্রতি তাইতো এতো টান ।
যে খুকিরা জনম জনম দিয়ে গেল সব
খোকাদের মানুষ করে, সমাজ ও সংস্রব --
তারাই বড্ড অনাহূত, তারাই যে অপয়া
চারিদিকে তাই বাড়ছে যত কামদুনি-নির্ভয়া ।

Anima Sarkar
Student (6th Semester)

এলোমেলো হাওয়ার ভিতরে

ঘুম আসে না রফিকের। রাত্রি এগারোটা বাজে। চাঁদের আলোয় অমল হয়ে উঠেছে প্রকৃতির রাজ্য। জানালা দিয়ে দেখা যায় দূর দিগন্ত। হিংসা নেই, রক্ত নেই, বিদ্বেষ নেই --- সামনে শুধু সৌন্দর্যের এক প্রসারিত জগৎ; কত শান্ত, কত স্নিগ্ধ।

রফিকের মনটা বিষিয়ে ওঠে। ভাবে তবে হিংসা ও বিদ্বেষে এই পৃথিবী ভরা কেন! হাথরাস, বগটুই, হাঁসখালি -- সব ঘটনা যেন রফিকের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। রফিকের শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসে।

রফিক ভাবে মৃত্যু মানুষের আবশ্যিক পরিণতি -- বিধির বিধান। তাই বলে মানুষের হাতে মানুষের মৃত্যু! ভাবতেই কেমন যেন শিউরে ওঠে রফিক। রাজনীতি কোনো প্রজ্ঞালব্ধ মানবিক চেতনাকে তুলে ধরতে পারেনি, স্বার্থের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়েছে কেবল। ধর্ম ধারণ করেও মানুষ ধৈর্য ধারণ করতে শেখেনি। বিদ্বেষের চোরাস্রোতে ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যাচ্ছে নীচে, ক্রমশ নীচে। ঘড়ির একটানা টিকটিক শব্দ রফিকের কানে বাজছে -- বড্ড একঘেয়ে। এভাবেই সময় এগিয়ে চলেছে। রিয়ার মুখখানা যেন এগিয়ে চলা সময়ের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ, যেন কোন এক অমরত্বের দাবি নিয়ে সময়কে উপহাস করতে শিখিয়েছে।

সেদিন নদীর ধারে বসেছিল রিয়া আর রফিক। সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারকে আলোকিত করে চাঁদ উঠেছিল আকাশে। রিয়া হঠাৎ রফিককে বলেছিল, ''রফিক, তোমার হাতটা দাও।'' রফিক ডান হাত বাড়াতেই হাতে চাঁদের আলো এসে পড়লো। সে বলেছিল, ''তোমার হাতে স্বর্গের আলো। বলো, এই হাতে আমার হাতটা রাখবে চিরকাল।''

রফিক রিয়াকে বলতে পারেনি কত জমাট অন্ধকার তার চারপাশে। এক অতলান্ত শূন্যতা তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে, আর সে ভাসমান নদীতে ঘড়কুটোর মত তাকে আঁকড়ে রয়েছে। সময়ের এলোমেলো হাওয়ার ভিতরে নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হচ্ছে রফিকের। সে সামনে দেখতে পাচ্ছে এক মরীচিকাময় পথ, কিন্তু এ পথের শেষ কোথায়?

Tamanna Khatun
Student (4th Semester)

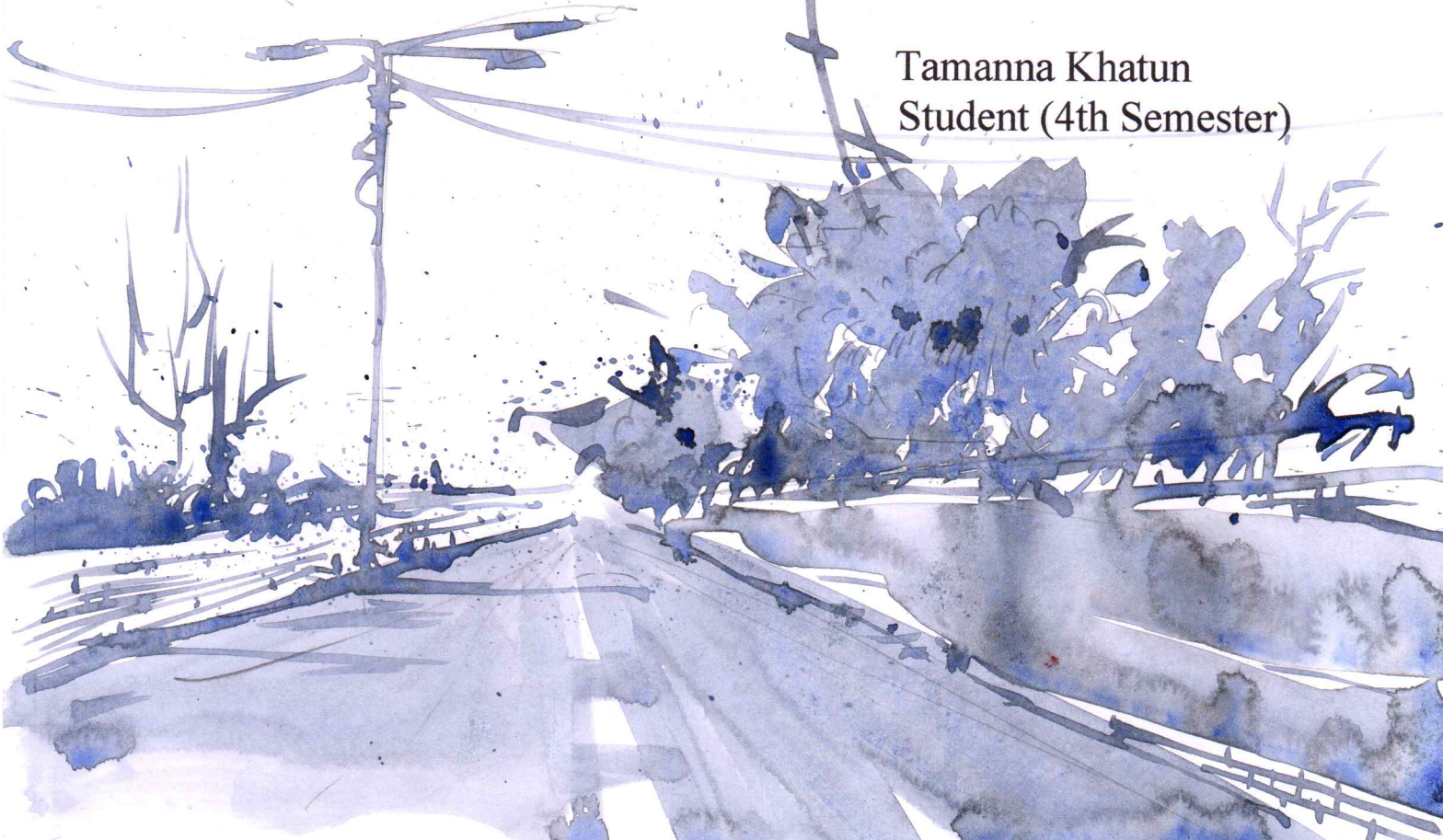

দর্পণ

ক্ষুদ্র শিশির বিচ্ছুরিত আলতো আলোছায়
শত জনমের শত ভাবনার রসদ রেখে যায় ।

Somnath Barui
Teacher (English Department)

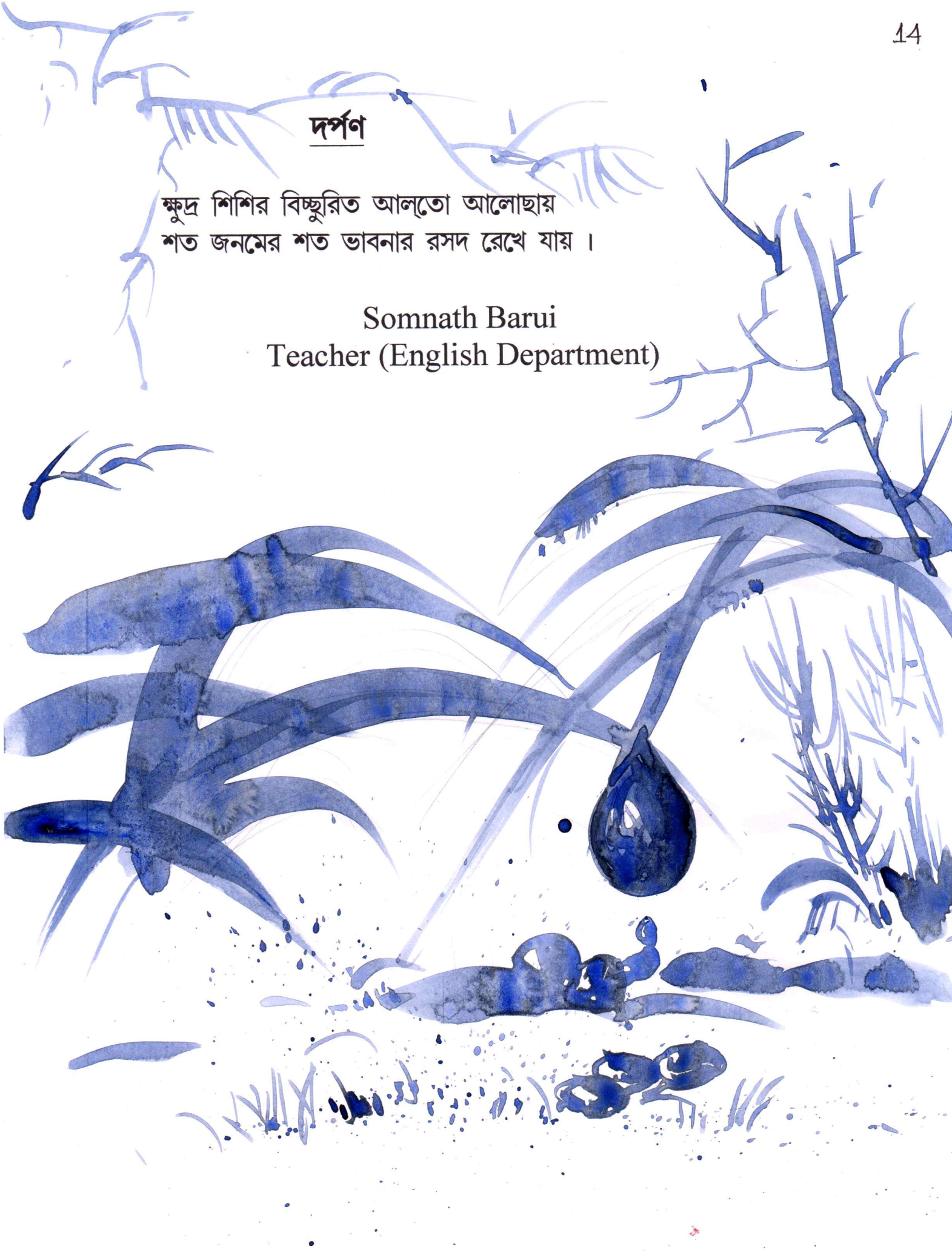

অমোঘ

তীক্ষ্ণ পাখির কলরবে, মৃদুমন্দ বাতাসে ঘটে ঊষার আগমন,
এক মিষ্টি সূচনা, জেগে যাওয়া প্রকৃতি আর তন্দ্রার সংমিশ্রণ।
জাহ্নবীর তটে আছড়ে পড়ে উত্তাল আবেগের বারিধারা
যেন অশান্ত রক্তক্ষরণ, অজানা দুশ্চিন্তায় পাগলপারা।
আজ আঁধার পেরিয়ে এসেছে সে রঙিন আঙ্গিনায়,
তৃণলতা আর বটবৃক্ষ যেন ছিল শুধু তারই অপেক্ষায়।
দুর্যোগ ছাড়া ভারসাম্যহীন এই প্রকৃতির খেলা,
দুইয়ের মাঝেই ঘটবে হেথায় অমর মিলনমেলা।

Murshida Khatun
Student (6th Semester)

বৈষম্য

বড় চকচকে চেহারা, বড় বড় গাড়ি
আর কিছু ঔদ্ধত্যের ফানুস ।
গরিবেরা কষ্টে-সৃষ্টে থেকে যায় ভারি
অনিশ্চয়তায় ঘেরা উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ ।
চারিদিকে পাহাড় জমে সাদা-কালো টাকার
রাতের আকাশে নেশা ওড়ে ।
না খেয়ে রাস্তায় চলে অদ্ভুত হাহাকার
গরিবের মাথা বন্‌বন্ ঘোরে ।

Soumika Biswas
Student (6th Semester)

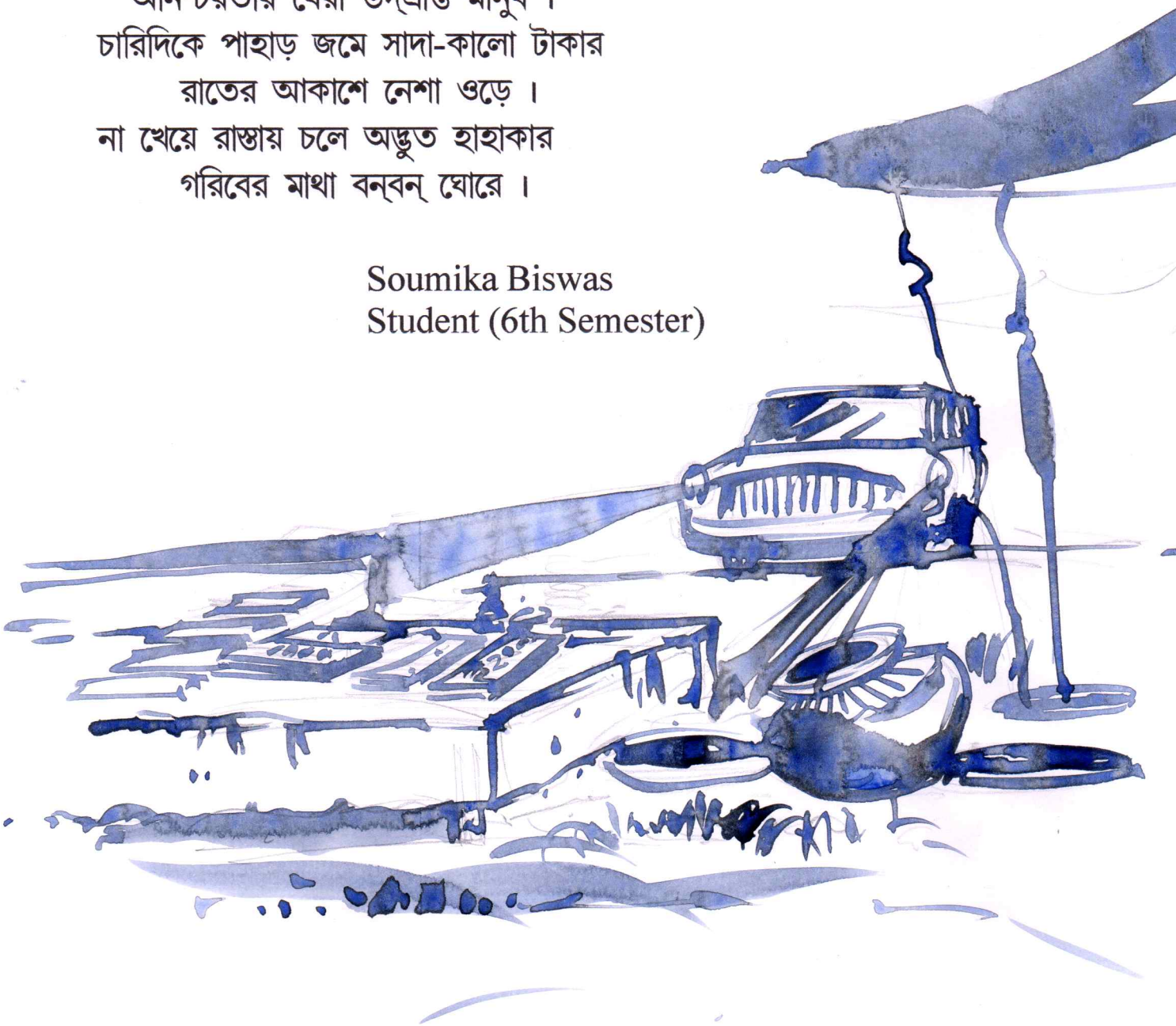

wisdom

How intelligent a man is ! But he too
Favours the greed and decides to woo
The dark aspects of this mysterious globe,
Ignoring proudly the providential probe.
O when, dear God! When will this stop?
O when men learn their lust to crop!
Will man decipher through his intelligence
The world's many lures and life's essence?

Rasel Seikh
Student (6th Semester)

Sketch

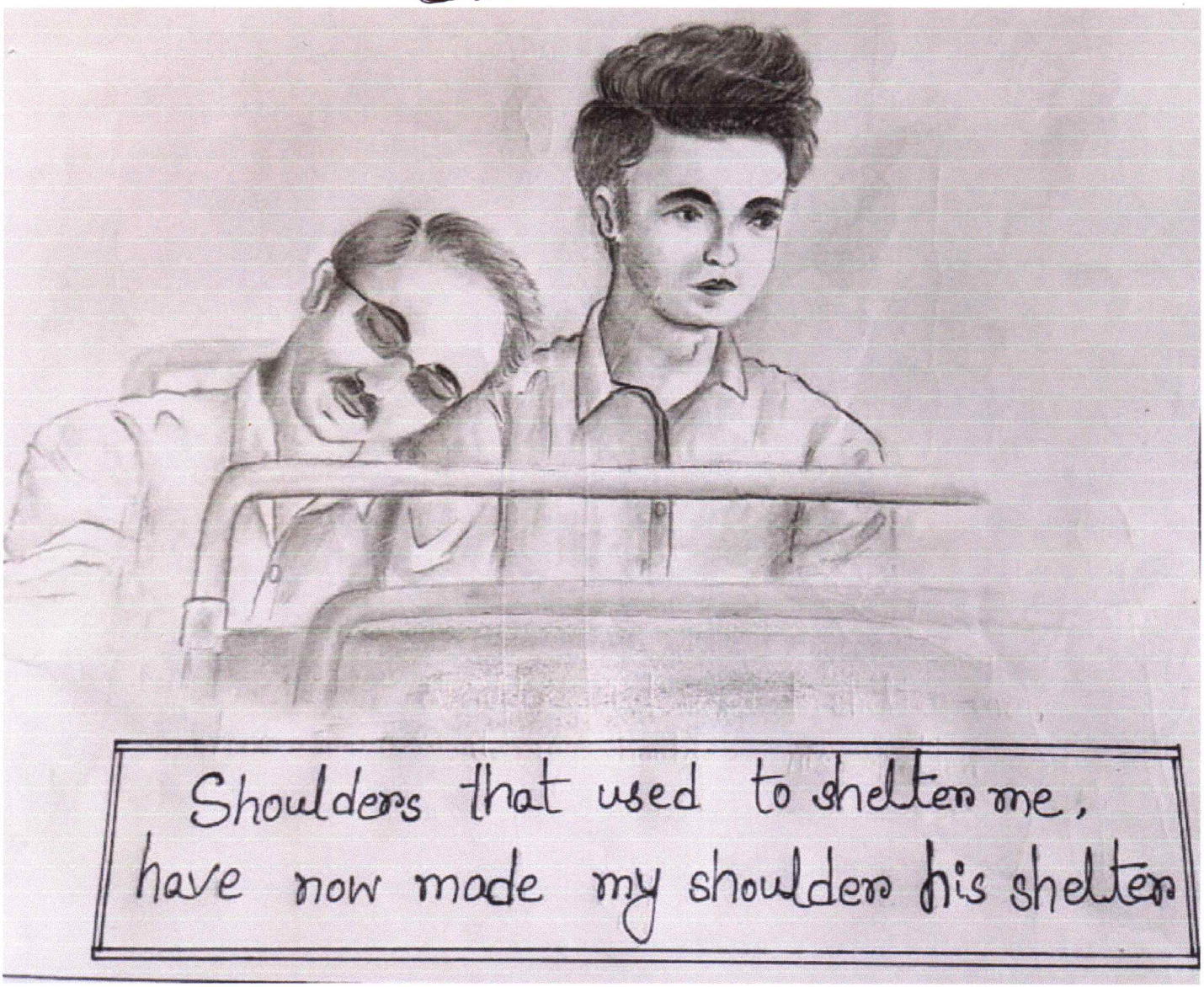

Arnab Debnath (Painting)
Student 6th Semester
Debanshu Dutta (Message)
Student 6th Semester

পদ্মা

আজকের এই পদ্মা, কত শান্ত, কত স্নিগ্ধ, কত নিস্তব্ধ,
দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে চলেছে
তোমার নদী বক্ষের স্নিগ্ধ বাতাসে
তাদের অশান্ত মনকে প্রশান্ত করতে ।

তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলেছে তোমার মাধুর্য্য
তোমায় অবগাহন করে মানুষের চিত্ত হয়েছে উৎফুল্ল,
তাই তুমি আছো মনের গভীরে ।

কিন্ত তুমি সেদিন দেখা দিয়েছিলে দুর্বার গতিতে,
ছিন্নভিন্ন করেছিলে কত ঘর-বাড়ি, ভাসিয়েছিলে কত সংসার
তোমার করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল
গ্রামের পর গ্রাম, বসতির পর বসতি ।
নিঃস্ব হয়েছিল কৃষক, ব্যবসা হারিয়েছিল ব্যবসায়ী,
বধূ হারিয়েছিল সংসার ।

মনে পড়ে যায় সেদিনের সেই ভয়ংকর দিন-
তোমার গর্জনে কেঁপে উঠেছিল আকাশ-বাতাস,

স্তব্ধ হয়েছিল জীবন ।
দূরদূরান্ত থেকে কাতারে কাতারে মানুষ এসেছিল
তোমার ভয়ংকর-ভয়াল রূপ দর্শনে,
শিহরিত হয়েছিল তারা,
ভেবেছিল হয়তো এটাই জীবনের সারা ।
থাকবে না কিছু, হবে নাকো বাঁচা ।
নিঃশেষ হবে জীবনের বাতি, জ্বলবে না আলো,
থাকবে না কিছু ।

কিন্তু তুমি আছো!

নিজের গতিতে,
আজও বয়ে চলেছো নিশ্চুপে, নিঃস্তব্ধে,
অবলীলায় নিজের গতিতে ।

বয়ে চলেছো আদি অনন্তকাল ধরে ।

তুমি থেকো মনের গভিরে, তোমার শান্ত স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে,
বার বার আসুক মানুষ, ভরে উঠুক তোমার অঙ্গন,
তোমার ভালোবাসার টানে, হৃদয়ের স্পন্দনে ।

Koushik Kundu
Teacher (Political Science Department)

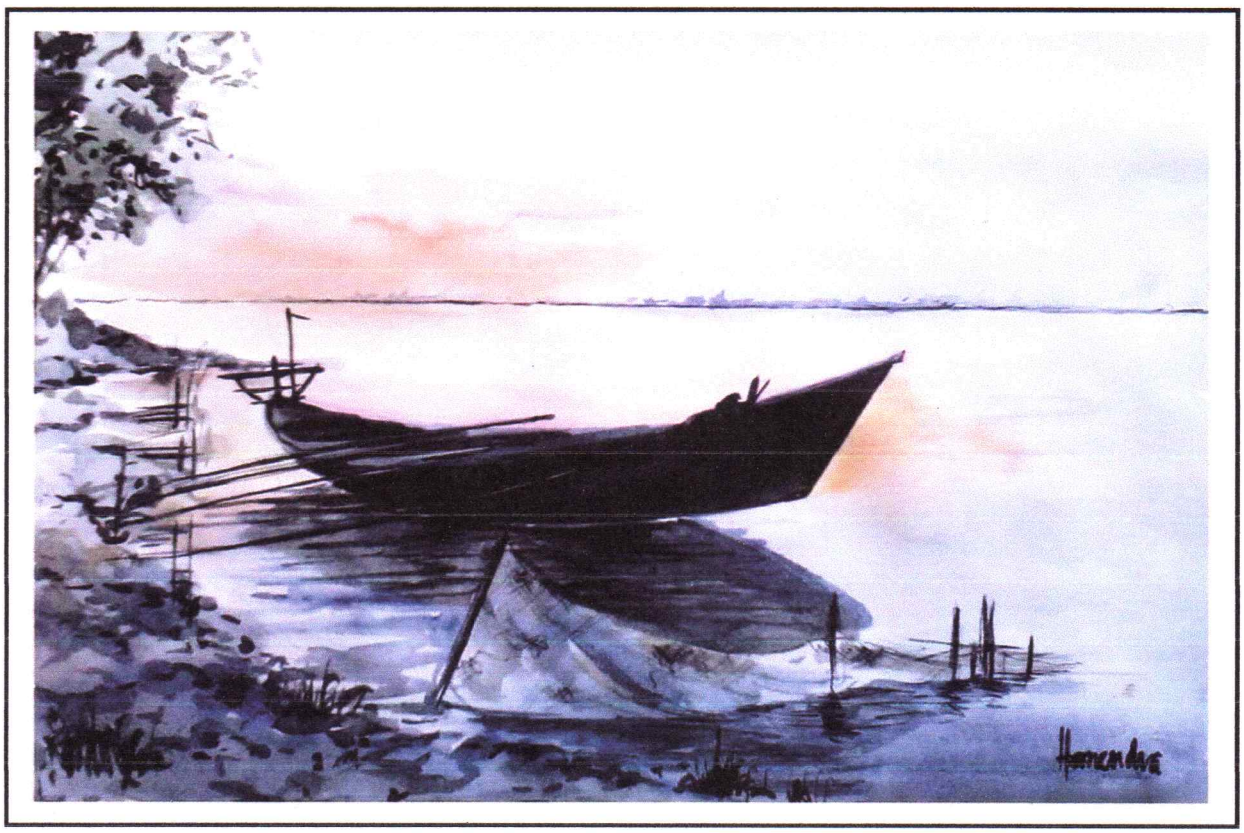

আমাদের কলেজ

আমাদের কলেজ শুধু কর্মক্ষেত্র নয়,
হৃদয়ের বৃন্দাবন, চেতনায় বৃষ্টি ঝরায়।

বৃষ্টি মেখে সময় বর্ষার গাছ হয়ে উঠে,
ভালোবাসা ফুল হয়, ডালে ডালে ফুটে।

এখানে সবার মন সৌরভে সৌরভে ভরা,
কর্ম-মাঝে কী এক ঐকতানে আত্মহারা।

এখানে সকলে আমিত্বের অহমিকা ছেড়ে
এক হয়ে মিলেমিশে থাকে মেঘে-জলে।

আমাদের কলেজ শুধু কর্মক্ষেত্র নয়,
পায়ে হাঁটা বনপথ--ভালোবাসাময়।

Bagbul Islam
Teacher (Philosophy Department)

চাবিকাঠি

বাহিরটা বেশ মনোরম, মনটা অশান্ত
ভালোবাসা ধ্রুবতারা হলেও, নয় পয়মন্ত।
কী বা আছে তোমার কাছে, দেবার মতো নির্দ্বিধায়?
হতাশ হয়ে খুঁজবে তুমি, দিক-বিদিক চোখ যেদিক যায়।
উদ্বগের প্রহর গণি আকাঙ্ক্ষার আঙিনায়
রয়েছি আর ক্ষয়েছি, তবু তোমায় বোঝা দায়।
ভালোবাসার অকূল পাথার করতে হ'লে পার
হালটা ধরো, হাত শক্ত করো, বলো বারংবার,
'দোঁহে মিলে ভুবন মেলায় থাকবো দুঃখে-সুখে
মুহূর্ত সুখের নেবো কিনে ক্লিষ্ট-হাসি মুখে।'

Bidisha Dhara
Student (6th Semester)

JALANGI MAHAVIDYALAYA
Estd.-2010
JALANGI, MURSHIDABAD